অন্নপূর্ণার কথা

১৯১৪-১৯২২ সাল পর্যন্ত সবাই জানে। তারপর ১৯৩৫ সালে আমার সঙ্গে ওর (অন্নপূর্ণার) মায়ের দেখা হঠাৎ পথে। একদিন শ্রদ্ধানন্দ পার্কে আমি ওর মায়ের কাছে ওর জীবনের ইতিহাস শুনি। তখন অন্নপূর্ণা ৮ বছর মারা গিয়েচে। এর আগে আমি ওকে চরিত্রহীন মেয়েবলে জানতুম। ঘৃণাও করতুম।

অন্নপূর্ণার বিবাহ হয়েছিল বর্ধমান জেলার এক পাড়াগাঁয়ে। সে তখন ৮ বছরের। ওরস্বামীর ঘরে যেতে অস্বীকার করেছিল বলে ওকে খুব মারধর করেছিল। তাতে গ্রামের লোকে (ওর) স্বামীকে জেলে দিতে যায়। স্বামী নিতান্ত চাষা ও গোঁয়ার। ফলে অন্নপূর্ণার মা দেশেরসম্পত্তি বিক্রয় করে মেয়ের হাত ধরে কলকাতায় আসে এবং গঙ্গায় ডুবে মরতে যায়। সন্ধ্যা।বাগবাজারের ঘাটে মা বলচে—আস্তে আস্তে পারবি তো? পারবি তো?...মেয়ে দশ বছরের, বলচে—তুমি সঙ্গে থাকলে মা পারব।

এই অবস্থায় যামিনী ঘোষাল (বলে) একজন ওকে উদ্ধার করে ও একটা বাসায় নিয়েএসে রেখে দেয়। সেই বাসায় এক বড়লোকের ছেলে অন্নপূর্ণাকে বার করার চেষ্টা করে। তারমাথার চুল পেছন দিকে ঘোরানো থাকত বলে ওর নাম হল কাকাতুয়া। একদিন ছাদ থেকে ইঙ্গিত করেছিল, আর একদিন গহনার বাক্স নিয়ে প্রলুব্ধ করেছিল। পাড়ার লোকে টের পেয়েতাকে মারধর করে। পাশেই ছিল শচীনদের বাড়ি। তারা সেই গোলমালের সময় টের পায় (ওতাদের এনে আশ্রয় দেয়)। ওরা ওকে স্বামীর কাছে নিয়ে গেল। ১৪ বছর বয়েসমেয়ের।স্বামীর ঘরে পুরে দিয়ে বাইরে আড়ি পাতল সবাই। শুনলে স্বামী বলচে—সেই তো পায়ে ধরে আসতে হল? যা, এক্ষুনি ঘরের বাইরে যা। বলে চড় মেরেছিল। তারপর (ওর মা) আবার কলকাতায় নিয়ে এল শচীনের বাসায়। শচীনের মা বিয়ে দিতে চাইলে ছেলের সঙ্গে। অন্নপূর্ণারাজী হল না। শচীনকে বলে—মামা। শচীনের বন্ধু সুশীল—স্বদেশী। সে ওকে খদ্দরের কাপড় দিত। শচীন দিত দামী বেনারসী শাড়ি। মেয়ে মোটা কাপড়ই পরত।

তারপর ওর বড় ভগ্নীপতিকে দিয়ে বাসা করলে অন্নপূর্ণা। সেখানে সে সুশীলের দেওয়া মোটা কাপড় পরেই এল। বেনারসী শাড়ি রেখে গেল ওর (পুরনো) বাসাতেই।

শচীনেরা বালিগঞ্জে বাড়ি করলে। অন্নপূর্ণা ও তার মা সেখানে গেল। সুশীলও সেখানেযেত। শচীন এত করতো ওর জন্যে কিন্তু ও সুশীলদাকেই শ্রদ্ধা করতো। শচীনকেবলত—মামা, তুই বড় স্বার্থপর। স্বার্থের জন্য সব করিস।

একদিন শচীন বল্লে—অন্নপূর্ণা, কি করলে তুই সন্তুষ্ট হোস্?

ও বল্লে—মামা, তুই বিয়ে কর।

ইতিমধ্যে মাকে বল্লে—মা, মামার টাকা আর নিয়ো না। ওর টাকা কুকুরের মতো আমরাখাচ্চি কেন? চলো এখান থেকে বার হয়ে যাই।

একদিন সুশীল একহাঁড়ি রসোগোল্লা নিয়ে এসে বল্লে—মা, এই শেষ। আমি স্বদেশীর আসামী। পুলিশ পেছনে ঘুরচে। অন্ন, তুই ঘৃণা করবিনে?

ও বল্লে—তোমাকে অনেক ভালবাসি। যদি স্বামী না থাকত, তবে তোমার আরো নিকটেআসতুম। পা ছুঁয়ে বলছি। বলে কেঁদে ফেল্লে। সুশীল disappeared, never to be seen again. অন্নপূর্ণা রোজ কাঁদে। জানালা খুলে চেয়ে থাকে। Diocesion-এ পড়ে। শচীনকে ঘৃণা করে। বলে—মামা, কেন এত করচিস আমাদের জন্যে?

মাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে ঘরভাড়া করালে কালীঘাটে। (সেখানে) খয়রার বাজারম্যানেজার দশ হাজার টাকার প্রলোভন দেখাল।

তখন (আবার) শচীনের শরণাপন্ন।

(শচীন) তালতলায় বাসা করে দিলে। (সেখানে) গুন্ডার আক্রমণ।

(একদিন) দুপুরবেলা। ও মাথায় কেরোসিন তেল ঢেলে তৈরি। পুলিশ এসে পড়ল। ওরমাথার চুল কেটে দিতে হল এত (পোড়া) দুর্গন্ধ।

তারপর ও গেল বোর্ডিংয়ে। ম্যাট্রিক পাশ দিয়ে নার্সের কাজ শিখলে। শচীনের সাহায্য বন্ধ করে দিলে। বল্লে—না মা, নইলে মামা সর্বস্বান্ত হবে আমার জন্যে। বিয়ে-থাওয়া করবে না।

পাস করে প্রথমে ক্যাম্বেলের এক ডাক্তারের বাড়িতে কাজ পায়। বরাবরই বলতো—মা, সুশীলদা ফিরে এসে দেখে যাতে খুশি হয়, এমন করতে হবে।

একটা স্টুডেন্ট (একদিন) বল্লে—এসো মিস্ চ্যাটার্জি, একসঙ্গে খাবার খাই।

ও বল্লে—না।

কাঁদছিল, ডাক্তার বারণ করে দিল স্টুডেন্টকে।

তারপর ও পটলডাঙ্গায় বাসা (করলে)। মা ক্যাম্বেলের গেট থেকে রাত ১১টার সময় নিয়ে আসে। একদিন গুণ্ডার হাতে পড়ল। ডাক্তার শুনে মেয়ে বলে বাড়িতে আশ্রয় দিলে। ও বল্লে—না মা, সুশীলদা এসে দেখে এতে খুশি হবে না। অন্য জায়গায় বাসা করো। ও রইলক্যাম্বেলের নার্সদের বোর্ডিংয়ে। দুজনের নাম লেখালে—যারা দেখা করতে পারবে। সুশীলের নাম আর স্বামীর নাম। সুশীল তখন মরে ভূত হয়ে গিয়েছে।

Pox Ward-এ ওর শ্বশুরবাড়ির একজন চিকিৎসিত হতে এসেছিল—গিয়ে ওর স্বামীকেখবর দিল। ওর মা তখন দমদমাতে অতিথিশালা খুলেচে। স্বামী এল—(অন্নপূর্ণা) পায়ে ধরেমাপ চাইলে। অন্নপূর্ণা দেখলে—একে ভিন্ন বাইরে পদে পদে বিপদ। স্বাধীন হয়েও রূপ নিয়েবিপদ। ওকে স্থান দিলে। অন্য জায়গায় বাসা করলে। দুই ছেলে হল। নার্সের কাজ ছেড়ে দিয়ে Practice করতে লাগল।

সেইসময় একদিন একজন ওকে বল্লে—সুশীল মরে গিয়েচে। (শুনে) ও মূর্ছিত হয়েপড়ে গেল। সেই থেকে হল বুকের রোগ। তাতেই মরে গেল।

যাবার সময় বলে গিয়েছিল—মা, বাল্যবিবাহে আমি বড় কষ্ট পেয়ে গেলুম—বাল্যবিবাহযেন উঠে যায় দেশ থেকে।

মা (আমাকে) বল্লে—সন্নিসি হব বলে আপদ বিদায় করবার জন্যে মেয়ের বিয়েদিচ্ছিলুম ৮ বছর বয়েসে। সে কোথায় চলে গেল, আমি ৭৮ বছর বয়েসে তার ছেলে নিয়েএখনো ভুগচি বন্ধনে। যেমন বন্ধনমুক্ত হতে চেয়েছিলুম! সে স্বামীকে ভাল করলে, মদ ছাড়লে—চরিত্রবান করলে—করে নিজে মরে গেল। জামাইও মরে গিয়েচে। এখন আমি যদি মরে যাই—ছেলেদুটো নিরুপায়।

আমি বল্লুম—ওরা কোথায় যাবে?

—রাস্তা, গবর্ণমেন্টের রাস্তা। ইদানীং আমাদের বড় সুখ হয়েছিল। সে তুমি দেখোনি। খাট, পিকচার, বাসন—অন্নপূর্ণা practice-এ টাকা রোজগার করে সব করেছিল। জামাইতেজারতী করতে গিয়ে হাওড়ার জমি বন্ধক রেখে তিনহাজার টাকা কাকে ধার দিলে। তারপরওরা সব মরে গেল। হ্যান্ডনোটখানা আছে। হ্যাঁরে, তাতে কিছু হয়?

কার্জন পার্কের সেই চোখে চশমা তিন বৎসরের শিশু —যে ভাল করে দেখতে পায়না—আহা! চোখ পিটপিট করে চায়।

একজন যেন তাকে কুড়িয়ে পেয়েছে। মায়ের মতো যত্নে বুকে তুলে নিয়ে অনেকদিন পরে গ্রামে গিয়ে বলচে—তার নিজের স্ত্রীপুত্র নেই—আহা, একে কুড়িয়ে পেয়েচি। এমনহতভাগ্য, জন্মে আপন মা-বাবা জানলে না। রাস্তা থেকেই আমার কোলে এল।ভাবলুম—আচ্ছা, থাক আমার কোলে, কুড়োনো মানিক যখন এসেছিস। আবার ওর চোখটায় কি হল এই দু'মাস আগে মায়ের দুধ না খেয়ে চোখের কি ব্যারাম...চশমা নিয়ে দিইচি। মোটেচোখে দেখতে পায় না।

এইসব শুনে আগে ওর সাথে যে মেয়েটির ভাব ছিল—১৪ বছরের সেই ছোট মেয়েটিএখন তো বড় হয়েছে—সে এসে ওই ছেলেটাকে কোলে নেয়। আদর করে মায়ের মতোলালন-পালন করে।

Surrenda Tunnel-এর গল্প। দুদিকে দু-দল Contractor। ভয়ানক জঙ্গল। রাতদশটার সময় লণ্ঠন হাতে লোক এসে বল্লে—বংশীবাবুর ছেলের বড় অসুখ। পাহাড়ে উঠে প্রায় একঘণ্টা পরে ওখানে গেলুম। ঘন জঙ্গল। বাঘের ভয়। বংশীবাবুর বাপ সামান্য টাকায় subcontract নিয়েছিল। গিয়ে দেখি ছোট কুঁড়েঘরে রয়েছে। কুলী ও ওরা আছে।

ছেলে রক্তবমি করলে। Pure (?) রক্ত। বল্লে—Black water fever।আমরা সবাই helpless, ডাক্তার নেই, ঔষধ নেই, পথ্য নেই। আর একবার বমি। ঘন রাত, deep jungle, noises of the jungle। আর (ও) একবার বমি। রাত তিনটেয় ছেলে মারা গেল। কারোনদীতে ভোরে চিতা। Vivid description।

কথকের গল্প। তার dire poverty, কিন্তু সে সেকালের verbose উপাখ্যান বা উদ্ভটশ্লোকে আনন্দ পাচ্চে। ছেলে মেয়ে বউ সব কষ্ট (করে)। সে খুশিতে আছে, সর্বদা পদ্য পড়ে, সেকালের গান গায়। নাপিত বাড়িতে গিয়ে পদ্য পড়ে শোনায়। ছেলেকে ভালবাসে, তাকেসঙ্গে নিয়ে ঘোরে। তার বিভিন্ন গ্রামে কথকতার adventure, ইঞ্জিনিয়ারের বিদ্রুপ।মামারবাড়িতে বড়লোক (?) ভাইয়ের বিদ্রুপ ও অপমান। কেউ তাকে জানে না, চেনে না। Nobody appreciates him. His daughter takes to harlotry. Tragedy of life. অথচবাইরে বর্ধমানে তার খুব নাম। সবাই বলে—শাস্ত্রীমশাই এলে হোত।

He dies in great poverty, Still convinced of his greatness. খুব খুশি।মরবার সময় বলে—আমায় বর্ধমানে যেতে হবে, গামছাখানা তুলে রাখো। আমার জন্যে লোকেহাঁ করে বসে আছে। ঘোর impractical—জমি জরীপ করে বেড়ায় মাঠে মাঠে, চতুর প্রতিবেশী গিয়ে নিজের নামে করে নেয়।

28.6.36

তার মা তাকে আটকে রাখতে চায়। সে সুবিধে পেলেই ছুটে বার হয়ে আসে।সুবিধেমতো চেয়ে হাসে। ছুতায়নাতায় কথা বলে।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ডাকে। ছেলেটি বল্লে—ঝাঁটা মার—

মেয়েটি হাসতে হাসতে বল্লে—এ আমার সকালের উপহার হল বুঝি ?

একদিন ঘাটে যায়। ও ডুবিয়ে দেয় হাত ধরে—কিছু বলে না, বিরক্তি প্রকাশ করে না।শুধু হাসে। ছেলেটি দু'বার ঝোঁক দেয় সাঁতার দিয়ে দূর জলে চলে যাবে। ও বলে—শুনুন, ফিরুন। যাবেন না। দাঁড়িয়ে গল্প করে। ছেলেটা বলে—জলে নাম্। বলেই ছুটে গিয়ে ডাঙায়উঠে হাত ধরে টেনে নিয়ে কিছুদূর আসতেই ও শুয়ে পড়ল।

ছেলেটা জলে নেমে বলে—তুই বনশিমের লতার নীচে দাঁড়া একবার।

সে দাঁড়ায়। বলে—আপনি চক্ষের বালি, চক্ষের বালি।

সন্ধ্যায় আবার সেই ঘাটে নেমে ছেলেটার আবার সেই ছবিটা মনে পড়ে—সেই বনশিমলতার নীচে সে যেন দাঁড়িয়ে আছে। কতকাল কেটে যাবে, ইছামতী শুকিয়ে যাবে, এ যুগের মানুষ সব মরে পুনরায় জন্ম নেবে—বনশিমের লতার নীচে ও ছবিটা অক্ষয় হয়ে থাকবেচিরকাল।

Remembrance

Scheme of a novel

4.7.36

স্মৃতির আনন্দই সব। কাল বহুদিন পরে ভীম এল নিয়ন্ত্রণ করতে। বল্লে—ওর দাদারবিয়ে। দিদি বলছিলো আমাদের বাড়িতে আসুন। আপনি সব বিয়েতেই এসেছেন। লক্ষ্মী, ওরদিদি। শুনে মনে আনন্দ হল। এই থেকেই এই নভেলের Scheme.

Episodes of love+affection :
of different times.

Home+Affection

even after death.

বাল্যে-গ্রামে-কুসুম।
যৌবনে-বিভিন্ন স্থানে।
প্রৌঢ় জীবনে-সে সব মনে হচ্চে।

And all the women whom I admired in our childhood's days. তাদেরপরিণতি।
পিয়ন মামিমা ও ছোটমশায়ের মৃত্যু।
ক্ষ্যান্ত পিসিমা। ভবানী মাসিমা।
কুসুম। সুকুমারী।
পঙ্কজিনী মাসিমা।

ছেলেমেয়েকে মামার কিংবা কোনো অবস্থাপন্ন আত্মীয়ের বাড়ি দেখিয়ে দিয়ে বাবাপালালো। বল্লে—আসছি। বড় একটা মেয়ের পেছনে ছোট ছেলেটা ছিল। (মেয়েটি) ছোট ছেলেটার হাত ধরলে। (বাবা) আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লে—ওই বাড়িতে যা—আমি আসচি।

মেয়েটা কেঁদে উঠল—তুমি কোথায় যাবে বাবা?

College Square—21.7.36

পেনশন প্রাপ্ত defunct বৃদ্ধেরা College Square-এ বসে আলোচনা করচে। সর্দিলাগার গল্প, অসুখ, বাত—একজন তার নাতনীর রূপগুণের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত—যেন তার lover-এর মুখ থেকে শুনতে হচ্ছে। নাতনী

ম্যাট্রিক দেবে এবার। old habits of 43 years. একদিনও অফিস কামাই করেনি। Useless derelicts of society-narrow minded and bigoted. No higher ideas or...thoughts বিষয়—ওই বয়সেও মোকদর্মা।

The ways of a cruel world. A big fair. A man, welldressed, came who knows from where. Dies of cholera. No one goes to his aid, because he was a foreigner. How a man can inflict cruelty to his fellow-man !

27.6.40

অনেকদিন পরে এ খাতায় লিখচি। খুকুর ও সুপ্রভার বিবাহ হয়ে গিয়েছে এই বছরই। জাহ্নবী নেই—আমার বাড়ি বনগাঁ থেকে উঠে গিয়েচে ঘাটশীলায়। বহু পরিবর্তন।

একটা বড় নভেলের পরিকল্পনা।[৫]

'নীলকুঠীর আমল। পরেশ জ্যাঠার স্ত্রী বাপের বাড়ি থাকেন—(বাপ) উলার অন্নদা মুখুজ্যে। উলার মুখুজ্যেরা বড়লোক। মেয়ে (কে) গরিব জামাইবাড়ি পাঠাবেন না। লুকিয়ে পুকুরের ঘাট থেকে মেয়ে পালাল পালকী চেপে স্বামীর সঙ্গে (এক অধ্যায়)।

নীলকুঠীর আমলে সাহেবদের উৎপাত। ফাঁসিতলার মাঠ। Colesworthy Grant সাহেবের বর্ণনা। গ্রামের অবস্থা। নিরক্ষরতা। প্রেমচাঁদের টোল। বল্লালী উৎপাত। (grant সাহেবের) বটগাছ রোপণ। (ডাকাত) হলা পেকে। নীলকুঠীর competetion (২য়-৫মঅধ্যায়)।

তারিণী বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন শ্বশুরবাড়ি। তাদের বর্ণনা। তার ছেলে জন্মায়—যাত্রার দলেঘোরে। দুই পিসি। দুই বল্লালী বালাই।

১২৭৮ সালের বন্যা। ইছামতীর পরিবর্তন। নীলকুঠীর পতন। হরিপদ মাথায় করে মালফিরি করে। বটতলায় নামায়। (ভবিষ্যতের) স্বপ্ন দেখে।

তারিণী বন্দ্যোর বাবার বয়স অনেক। দাদ্‌জীর বর্ণনা। (৫ম-৭ম অধ্যায়)।

ছেলে ভ্রমণে বেরোয়। লেখাপড়া করে না। বিবাহ। কথকতা শিক্ষা। দেশে আসে।পুনরায় বিবাহ। ছেলে। (৭ম-১০ম অধ্যায়)

End of part 1

(যে গল্পগুলি অবিলম্বে লিখিতে হইবে)

নাগপঞ্চমী

২৮-৮-৪২

বারাকপুর/ভাদ্র মাস

শনিবার

বৃদ্ধ রায়বাহাদুর বেড়াতে এসেছেন College Square-এ। ঘন বর্ষার দিন। Meets some of his compatriots other pensioned officers-retired old men of 75,68,66,72. নাতনীর কথা বলে একজন। ব্যবসার কথা বলে একজন। show some character of each. যুদ্ধের কথা। চাউলের দুর্মূল্যতা। পুত্রের দুর্ব্যবহার। রায়বাহাদুর sits alone in a tea shop. Acquaintances of the tea-shop.একজন প্রাইভেট টিউটর, একজন কবিরাজ। ঘন বর্ষা...নাতনী বললে—আজ নাগপঞ্চমী

রায়বাহাদুর চমকে উঠল—নাগপঞ্চমী আজ?...ও! Then he suddenly remembers...

গ্রাম... The love of the girl...নাগপঞ্চমী...Never he went to that village again, having constructed a big house at Calcutta—ম্যালেরিয়া, ছেলেরা যেতে চায় না—Boygood's days...His marriage, first wife...the girl...He dies of a sudden illness but his soul was with the first love of his youth amidst the woods and rivers of his native, village...

plots,(১৩-৯-৪২ বারাকপুর) চমৎকার শরতের রোদ।

(১) কবি। রায়সাহেবের কাপড়ের দোকানে কাজ করে। শব্দের সৌন্দর্য, প্রকৃতির রূপসম্বন্ধে জানে। একে ওকে কবিতা শোনায়। কাপড়ের দোকানের সকলে হেসে উড়িয়ে দেয়। পাগল বলে। Dignity of Rai Sahib & his brother...৬০ বছর বয়েস। মূর্খ রায় সাহেব।[৬]

(২) স্থান। ডিট্রয়েট। উইলিয়াম ফোর্ড ও হেনরি ফোর্ড (১২) প্রথম মোটর দেখলে। Dreams at night (a drama for little boys)

(৩) (একজন) বন কাটতে গেল। noble trees, thousand years old. Poet soul পারলে না কাঠের ব্যবসা-উড়িষ্যার বনানী পাহাড়। soul of the forest দেখা দেয়। রাত্রে স্বপ্নে।

(৪) Birth of a child—& Death. গ্রাম্য দৃশ্য, বর্ষাকাল, মাকাল লতা দুলচে—টুকটুকেলাল তেলাকুচো-god, eternity—নীল আকাশ। Wifely love—কল্যাণী (কাঁদচে)। (বলচে)-মানকু, মানকু-[৭]

(5) Novel—দেবযান।

Story of Eternity. নীল আকাশ। সবুজ শ্যামল গাছপালা—প্রজাপতি ও শুঁয়োপোকা।প্রজাপতি উড়চে ফুলে ফুলে। কাশফুল ফোটা চর—God-Eternity—তুচ্ছ mundane interests-এর ঊর্ধ্বে। নীলশূন্য বেয়ে দেবদেবীরা উড়ে যান—

ঘাটশিলা। ৪-৩-৪৩ (কাল শিবরাত্রি, ঝাড়গ্রাম যাব। কল্যাণী সেখানে।)

(১) Quartzite পাথরের পাহাড়। Aerodrome-এর contractor...লিপুদারা গেল। জ্যোৎস্না রাত্রি। লিপুদারা। He saw it. অন্তত ১০,০০০ টাকা লাভ (হবে)। ঝাঁটি, কাঞ্চন, শিমুল ওহ্টবা, গোলগোলি, পলাশ—হঠাৎ আবিষ্কার করলে ঝরনার শব্দে বনের মধ্যে।...He dreamt...but he refused to destroy. He saw what will happen (if reported). He came back. এসে বললে—পাথর নেই সেখানে।

(২) বহরাগড়া স্কুল বোর্ডিং-এ যে গরিব ৬ বছরের ছেলেটি ভাতের ফেনের লোভে সারাদিন বসে থাকে, তাকে খাবার দিতে যাওয়া গেল—ভয়ে কোথায় পালিয়েচে, সন্ধ্যায় মিললনা। Inspection করতে গিয়েছিলুম। Qnaint উড়িয়া গ্রাম ও তার অধিবাসী। পর্বত, নদী, ডাঙা। বহরাগড়া, শিরসা, খাড়া মৌজা। এই অরণ্যের এক গ্রামে এক সন্ন্যাসী (থাকেন)—রাত্রে গ্রামের পেছনে Quartzite-এর পাহাড়ে বসে জ্যোৎস্নালোকে তার সঙ্গে গল্প। তার বেদনা। Why he left Bengal, আমার কাছে বাঁশ চাইতে এল। আশ্রম করবে। কেন এই God forsaken place-এ থাকেন? 9.3.43 ঝাড়গ্রামের শালবনে গত শিবরাত্রির সময় বসেপরিকল্পনা।

আজই এসেচি ঝাড়গ্রাম থেকে শিবরাত্রির পরে।

A book of beauty spots. যত beauty spot দেখেচি জীবনে তাদেরবর্ণনা—তাদের কথা। ছোট ও বড় সবরকম। আমার যা ভাল লেগেছে। পৃথিবীতে এক লক্ষ beauty spot যদি থাকে—এক জীবনে একদিন করে দেখলেও পাঁচ হাজারের বেশি মানুষদেখতে পারে না। কুড়ি জীবন যায়—শুধু পৃথিবীর beauty spot দেখতেই। অনন্ত বিশ্ব তোপড়ে রইল।

27.3.43

একজন প্রকৃতি-ভক্ত বড় ভালবাসে বহুদূরব্যাপী বন ও পাহাড়। ১৫ মাইল দীর্ঘ ×১০মাইল গড় প্রস্থ =১৫০ sq. miles of exquisite words & forests, hills, wild flower bushes, big climbers, huge shady trees, ঝরনা Quartz outcrops, small and large foulders, song birds-sweet cented bushes in flowers-snakes, squirrels, bears, leopards, elephants-waterfalls—(all this) He is asked to destroy—A noble tree is cut down with flowers—a karam tree with red flowers for (making) Bobbin. ববি (কলকারখানার ববি) His eyes in tears. He quarrels with the hard-hearted contractor who has not an ounce of beauty in his heart, money grubbing fellow of a contractor—

He went and reported that the forest is good for nothing. No karam wood in the forest.

Place names to be used—মার্সনপুরী pase, মুর্কিমাঙ্গেল শিকারা, মুরি-বাহাল, সীতানসরম্ (বড়টালি), টিটিলাগড়।

বৃষ্টির দিন। প্রমথ ঘোষকে পাঁউরুটি আনতে দিয়েছি বনগাঁ থেকে। আজ উনুন জ্বলবে না।কল্যাণী বলচে—কাঠ ভিজে। বাহাদুরের জ্বর। গুরুদাস কাল বড় মাছ দিয়ে গিয়েছে। স্কুলেযাচ্ছি আজ বোধ হয় না খেয়েই।

plan of ইছামতী 1-8-44

10 chapters of 7 pages = 70 বারাকপুর

1st period (১২৫৩-১২৭০ সাল)

দাদ্‌জির ছেলে ইন্দ্র রায় নীলকুঠির কাজ (করেন)। সাহেবদের arrogance। ফাঁসিতলারমাঠ। বিচার। ফাঁসি। শ্যামচাঁদ।

ইন্দ্র রায়ের তিন পিসি। ইন্দ্র রায়ের ঠাকুরদাদা আবাদে জঙ্গল কাটিয়েছিল— adventureous life, প্রথম ব্রিটিশ আমল। জিনিসের দর সস্তা।

ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায় আসেন। তার জীবন। সন্ন্যাসী। তিন পিসিকে বিবাহ করেন। দাদ্‌জির মৃত্যু।

Emerge 3 families—(১) ইন্দ্র রায় (২) ভবানীচরণ (৩) তারিণীচরণ।

2nd period
plan of Ichamati

সেকালের বর্ণনা। affluence। কথক। তার ছেলে। দাশু রায়ের গান।

ভবানী বিয়ে করে খুব খুশি। তিলুর প্রেম। One son by তিলু। বিলু, নিলু (ও) খুবভাল। Death of তিলু। অনেকগুলি প্রেমের অধ্যায়ের পরে।

ভবানীর তপস্যা। তার সন্ন্যাসী জীবনের গুরু একদিন এসে হাজির। ও (ভবানী) ধ্যানকরে বসে বসে। তিলুকে নিয়ে গিয়ে শেখায়। সংসারে মন নেই।

গয়ামেম ও বড়সাহেব। নীলবিদ্রোহ। বিচার ও ফাঁসি। দেওয়ান পালিয়ে বেড়ান। মেমবিলেত (চলে) যায়। (দেওয়ান) 'মা' বলে কেঁদে দাঁড়ান নৌকোয় উঠবার সময়। (মেম) গলার হার খুলে দ্যায়। বড় সাহেব দেশে যায় না, এখানেই মরে।

নালু হাট করে বড়লোক হয়েছে।

নতুন ম্যাজিস্ট্রেট এসে বলে—আবহাওয়া বদলাচ্চে। ও সব চলবে না। নীলকুঠীর দাপট। সে দাপট কমে আসে।

হলা পেকে ও অঘোর মুচি রণপা নিয়ে ডাকাতি করে। দল খেপায়। দেওয়ানকে ধরেরাত্রে।

সাহেব (এর) নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নিলে।

গাছপালার beauty...

ভবানী সংসারী। Death of তিলু।

কিন্তু বিলু ও নিলু ভাল হয়ে গেল। অসম্ভব সেবা করে স্বামীর। বিলু (ও) গেল। নিলুরৈল, a changed woman

সন্ন্যাসী ভবানী। বৃদ্ধ বয়সে নিলুকে কাঁদিয়ে, পুত্রবধূদের কাঁদিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়েগেলেন। কি পেয়ে তা কে জানে![৮]

দেওয়ান অতি বৃদ্ধ। ভবানীর পৌত্রের দাদ্‌জির সম্বন্ধে impression। তার কথা। দাদজিকিভাবে মরে। গঙ্গায় অন্তর্জলি। বলতেন—"ও বউরা, খেতে দিলে না?"কাঁদতেন।

End of one period

তিলু পালিয়ে গিয়েছিল স্বামীর সঙ্গে। পালকি করে। বড় লোকের বোন, তাই কি?

ভবানীর ছেলে মামার বাড়ি মানুষ। All sorts of হেনস্থা। নিলু মানুষ করে সবছেলেদের। সাত ছেলে, দুই মেয়ে। গয়ামেম (এখন) বুড়ি, দুধ বেচে আর সাহেবদের গল্পকরে। মাঝে মাঝে তখন কেউ কোথাও থাকে না, বড় সাহেবের গোরের কাছে বসে কাঁদে। Death of গয়া।

ভবানীর বড় ছেলে রাজ্যেশ্বর বাঁড়ুজ্যে। সুন্দরবন কাটাতে গেল।

সাহেব ছোটলাট। ওর ওপর খুশি। মেজ ছেলে বাবাকে খুঁজতে বেরিয়ে গেল।

বৃদ্ধা নিলু কাঁদে স্বামীর জন্য।

একদিন সবাই বলে—এসেচে। নিলু যায়। সব বাজে, কেউ নয়। সেই রাত্রে স্বপ্নদেখে—স্বামী হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। পুত্রবধূ ভাল না, বকেঝকে। নিলু নাতিদের নিয়ে খেলা করে। (নাতিরা) ওর পিঠে ওঠে।

বুড়ো হলা পেকে দ্বীপান্তর থেকে ফিরে গ্রামে এল ১৭ বছর পরে। কুইন ভিক্টোরিয়ারজুবিলি। কলকাতার রাস্তায় সাহেবরা বেত মারতে মারতে যাচ্চে—পৌত্র দেখে এল।

হলা পেকে ভিক্ষে করে। নিলু বলে—পেকেদা, অঘোর কই?

—সে মরচে দ্বীপে।

Death of নিলু।

End of 2nd period

শান্ত পরিবেশ। বাংলাদেশে যা চলে যাবে, সেই গাছপালা, সেই বন্য সৌন্দর্য (এর কথা)লিখে রাখতে হবে। ইছামতীর স্নিগ্ধ জলধারার তলে (পটে?) নালু পাল, হলা পেকে, নিলু বিলু, দেওয়ান রাজারাম, সাহেবরা—সব মানুষ—

সুন্দরী বউ অঘোরমণি, তাকে নিয়ে কত কাণ্ড! সমাজের বাড়াবাড়ি। ভবানীর স্বপ্ন রাজ্যেশ্বর বড় হল।

ছোট গৃহস্থালীর মাটির ঘরের সাজানো সৌন্দর্য। ভবানী বড় মানুষ হতে চায় না। বহুপাহাড়—দেশ বেড়িয়েছে, কিন্তু এদেশের পরিবেশ আলাদা। সবাই শান্ত—বোকা। বাইরেরজগতের খবর রাখে না। অনেকে কিন্তু ভাল। বহুদিন পর্যন্ত এ গ্রাম এমন ছিল। কে একজনবলে—বাইরে থেকে টাকা রোজগার করে আনব। (কিন্তু) বাইরে গিয়ে টিকতে পারে না।

মটরফলের থোকা দেখে ঈশ্বরের কথা মনে পড়ে ভবানীর।

Queer characters :- ১। রামকানাই

২। নালু পাল

৩। রাজারাম

৪। তিলু বিলু নিলু

ঠগী কাহিনী। ঠগীদের হাতে পড়ল রামকানাই। নীলকুঠীর সাহেব। তিত্‌পল্লার ফুল ফুটেছেসমস্ত নদীর ধারে ধারে।

৮-৬-৪৮ বারাকপুর

অনেকদিন পরে দেশে এসেছি। জ্যৈষ্ঠের শেষ। সারা গরমকাল এবার আসানসোল, চুরুলিয়া (কাজী নজরুলের জন্মস্থান চুরুলিয়া, পুরুলিয়া নয়), বাঁকুড়া, টাটানগর, চাঁইবাসা প্রভৃতিভীষণ তাপপ্রধান অঞ্চলে বেড়িয়েচি সভাসমিতি করে। ১১৯ ডিগ্রী উত্তাপ কোথাও, কোথাও১১৭, এই তো অবস্থা। গাছপালাহীন, রুক্ষ, অনুর্বর, পাষাণময়, কঙ্করময় দেশ সব।

আজ দেশে এসে বড় চারা-আমগাছতলায় বেড়াতে গেলাম। স্নিগ্ধ, শ্যামল বনকুঞ্জেরতলায় সোঁদালিফুল ঝরে পড়েচে তলা বিছিয়ে। বন্যলতায় মটরফল দুলচে। শালিম, ছাতারে, বনটিয়া মাথার ওপরে কলকাকলী তুলেচে। মৃদুহাওয়ায় ডালপালা দুলচে ‘সোঁদালিগাছের’। কতলতা, কত আগাছা—কি গভীর শ্যামলতা! সেই অদৃশ্য মহাকবির, রচিত একটি লিরিক কবিতা।

তারপরে গেলাম বল্লার ভাঙনের ঘাটে নাইতে। বাবলাফুল জলে ভাসচে তীরে ঘনশ্যামল নলখাগড়ার বন ও পাতিঘাসের ঝোপ। সেখানেও ডাকচে ঘুঘুপাখি আরশাঙশালিখের ছানা। তেমনি স্নিগ্ধ ইছামতীর কাকচক্ষু জলধারা। সেখানেও সেই মহাদেবতারশিল্প দেখতে পেলুম এদের সকলের পেছনে, ওই নলখাগড়ার ঝোপের পেছনে, নির্মলনদীজলধারার পেছনে, ফুটন্ত বাবলাফুলের পেছনে—তাঁকেই দেখলুম।

বাবাঃ। কি জলকষ্ট ওদেশে। একটু অবগাহন স্নান করবার জন্যে দু-মাইল দূরবর্তী এঁদেলবেড়ার বাঁধে নাইতে যেতাম। অবিশ্যি সে জায়গাটা ভাল। বনের মধ্যে একটি Lake একদিকে পাহাড়ের ছায়া পড়েছে, তীরে শালবন—তাহলেও কিসে আর কিসে! অনেক তফাত।

বেশ একটি নদীর কল্পনা মনে এল। এমনি বনকুঞ্জ নদীর দু-ধারে, বন্যপাদপ ঝুঁকে আছে জলের ওপর, ডালপালা থেকে ফুলে ভর্তি লতা দুলচে জলের সামান্য ওপরে, জল ছুঁয়ে আছেবল্লেই হয়—বাঁকে বাঁকে অপূর্ব শোভা, নব নব দৃশ্যের সাজি। যতদূর নৌকো বেয়েযাও—শুধুই বনপক্ষীর কূজন উভয়তীরে, শুধুই অজানা

বনকুসুমের গাঢ় সুরভি, শুধুই নিবিড়থেকে নিবিড়তর বনানী—কোনো তীরে লোক নেই, জন নেই—যতদূর যাও, এমনি অবস্থা। আন্দাজ ২০০/৩০০ মাইল দীর্ঘ হোক নদীটা—সমস্ত তিনশো মাইল পথটাই একটি অপূর্ব সুখস্বপ্নের মতো সুষমাময় বলে মনে হবে—মনে হবে এটা পৃথিবী নয়, অন্য কোনো নাক্ষত্রিকদেশ। কোন্ অজানা সুন্দর গ্রহটি অসীমের পথে।

এমনি কোনো নদী পৃথিবীতে সত্যিকার আছে কি? বিশ্বাস তো হয় না। এক ভরসা আমাজন নদী—তাই বা কি রকম কে জানে! কোথাও না থাকে—আমার মনের কল্পলোকেইহোক ওর স্থান।

আগের লেখার দু-মাস পরে এটি লিখচি আবার বিদেশ ঘুরে এসে। ইতিমধ্যেহাজারিবাগ, তিনপাহাড় ঘুরে এসেচি। বর্ষা নেমেছে এখানে। কি সবুজ চারিদিক। সর্বদা মেঘমেদুর নভোমণ্ডল জোলো বাতাস বইচে, আলোছায়ার খেলা সামনের শেওড়াবনে বনে।খবর নিয়ে জেনেচি আমাজন নদীই হোতে পারে আমার কল্পিত এই নদীটির মতো। আমাজনবিরাট নদী, তার বহু শাখা। দক্ষিণ আমেরিকার অরণ্যভূমি হল নিবিড় ট্রপিক্যাল অরণ্য—তারইমধ্যে দিয়ে আমাজন প্রবাহিত। সুতরাং তার দু-ধারে বসতিশূন্য (মাঝে মাঝে বন্য ইন্ডিয়ান জাতছাড়া) অরণ্যপ্রদেশ, গ্রানাইট পাহাড়, বনবিহঙ্গকাকলী—সবই আছে।

জার্টিসিরিং। Saranda Forest-27.11.49

আজ কয়েকদিন আগে মোটরে চক্রধরপুর থেকে বার হয়ে কত বন, পাহাড় ঘুরতেঘুরতে থলকোবাদ এসেছি ছ-বছর পরে। বাবলু আসবার দিন আমার কোলে কিছুদূর এল। ওরমাকে বলি—'চক্রধরপুর যাচ্চি, সাবধানে থেকো'। তারপর যখন ওর মার কোলে দিলাম, তখন কাঁদতে লাগল। কি অপূর্ব বন পাহাড়ের দৃশ্য দেখি পথে পথে এই ৮/৯ দিন! সলাই বাংলো ওগৈলকেরা বাংলোতে ছিলুম। কাল ছোটনাগরা হয়ে আবার থলকোবাদ এসেছি। ছ'বছর আগেএই গহনবনমধ্যস্থ জার্টিসিরিং নামক অপূর্ব জলপ্রপাতের ধারে বসে 'হে অরণ্য কথা কও'-এরকয়েকটি অধ্যায় লিখেছিলুম। আবার আজ এসেছি "ইছামতী"২য় খণ্ডের sketch করব বলে।কাছেই উড়িষ্যার বনময় বোনাইগড় স্টেটের সীমান্ত, বনে বনে এখন এই সকালে ধনেশ পাখিরকি ডাক!

করমপদা গ্রামের সামো নামক সেই বৃদ্ধ ব্যক্তিটিকে আমরা ডেকে পাঠিয়েছিলুম। সে ও (তার) চার ছেলে এসে ওই বসে আছে। বিরশা ও হরদয়াল সিং-এর পাচক ভৃত্য ঝরনারধারে খিচুড়ি রান্না করচে। আর একজন বন্য পলাশ পাতার থালা (এদেশে বলে 'পত্তল') তৈরি করচে আমরা খিচুড়ি খাব বলে। বেলা প্রায় ১২ টা। খুব শীত। অবিশ্যি থলকোবাদ বাংলোতে কাল রাতে যেরকম শীত দেখেছিলুম, তার চেয়ে কম। সেটা স্বাভাবিক, কারণ থলকোবাদ বাংলো ১৮০০ ফুট উঁচু একটা পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত। কাল রাত ১১টার সময় বাংলারবাইরে এসে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্নালোকিত বনভূমির ও শৈলমালার যে অপূর্ব দৃশ্য দেখেছি, তাকখনো ভুলব না। বাবলুকে ও বাবলুর মাকে এ দৃশ্য দেখাতে হবে।

মি. হরদয়াল সিং হলেন সারান্ডা ডিভিশানের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। তিনি আমাদের এখানেনামিয়ে দিয়ে বোনাইগড় স্টেটের প্রান্তে করমপদা ব্লকে কাজ করতে গিয়েছিলেন। এইমাত্র তিনি এসে বললেন—"যানে নেহি সকা। রয়েল বেঙ্গল টাইগার growl করতা হ্যায় হামরাসামনে মে, কূপ ওভারসীয়ারকো ডর মালুম হুয়া। হামলোগ চলা আয়া।"

মস্ত বড় বাঘের সামনে এইমাত্র তারা পড়েছিলেন মাইল ২ দূরবর্তী বোনাই রাজ্যের বনের মধ্যে। করমপদা ব্লক থেকে বোনাই সীমান্ত মাত্র এক মাইল। আর দেখে এসেছিলেনবনের barking deer আর হাতির। সামো আসেনি, কামো এসেচে। তার ছেলেও এসেচে।সামো শ্বশুরবাড়ি পালিয়ে গিয়েছে। কামোর ছেলে বলচে—বুনো হাতির ভয়ে এ বছরে শস্যরাখাই কঠিন। সারারাত্রে হাতি তাড়াতে হয়েছে।

২৮-১১-৪৯

আজ সারাদিন মোটরে জঙ্গলে বেড়িয়ে এইমাত্র জঙ্গলে বসেই দুপুরের ভোজন নিষ্পন্নকরলুম। বেলা ৩টা। Leslie Kirkpatric, মি. সিনহা, মি. সিং ও আমি হাতির ভয়ে খুবতাড়াতাড়ি খেয়ে নিলুম, কারণ হেন্দেদিরির পথে ফিরতে হবে—ওপথে হাতির ভয়। আমরাযেখানে এসেছি, এটা রাজসাংপুর। একটা স্কুল পরীক্ষা করলুম পথে। একটি মেয়ের নাম হেমাবতী নাগ। সে তার নাম লিখলে।

তারপর কি ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাধাপুরা ও হেন্দেকুলির পথে চলে এলুমথলকোবাদ। পথে হাতির ভীষণ ভয় হল মনে। কি অন্ধকার! বনের পথে সন্ধ্যা নেমেছে। বনমুরগি পাখা ঝটপট করতে করতে উড়ে পালাচ্চে। চাড্ডাডেরার পথ ছাড়িয়ে দেখা গেল পথে শুধুই বুননাহাতির পদচিহ্ন ও মল। বিজয় আরদালি বললে—এই পথে গাছের ডাল ভাঙতে ভাঙতে এইমাত্র হাতি গিয়েছে।

মুখ শুকিয়ে গেল। মোটর back করার উপায় নেই, এখানে যদি হাতি পথে দাঁড়িয়েথাকে। দুমবি বলে একটি ১২ বছরের ছেলেকে মুনমুনডেরা নামক নির্জন কুলী ক্যাম্পে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মনে অনেক সাহস হল।

(থলকোবাদ বাংলোতে লেখা)

রাত্রে এসে বাইরের কমপাউন্ডে আগুন করে বসে
মি. সিং ও হরদয়াল ও আমি নানারকম বাঘ ও হাতির গল্প। এত ভয় হল সব যে, সেই জ্যোৎস্নারাত্রে আমরা তিনজনেএকত্রে হেঁটে যেতে রাজী হলুম না সাইন পোস্টটা পর্যন্ত। এত ভয় আমাদের!

এবার যেসব জায়গা বড় ভাল লাগলঃ—

(১) সৈদবা ফরেস্ট রেস্ট হাউস।

(২) Goelkera Forest Rest House.

(৩) কোইনা নদীর তীর

(৪) গৈলকেরা বাংলোর নিকটবর্তী শালবন

(৫) সালাই বাংলোর নিকটবর্তী মাইনিং রেলের সাঁকোয় সন্ধ্যাবেলা।

(৬) ছোটনাগরা Watch tower.

(৭) সালাই বাংলোর নিকটবর্তী নদীতে রেলের সাঁকো (অতি মনোরম স্থানটি)

(৮) বাবুডেরার নিচে ওরেবুরা নালায় সন্ধ্যা।

বাবলুর হিজিবিজি লেখা। সকাল (৬-১২-৪৯) ঘাটশিলা। আমার হাত থেকে কলমনিয়ে বাবলু এই হিজিবিজি লিখছিল।

(৯) লোরো জংশনের (মাইনিং কোম্পানির ছোট লাইন) নিকটবর্তী উঁচু পাহাড়ি রাস্তা, যেখানে বাইসন ও বুনো শুয়োরের অসংখ্য পায়ের দাগ দেখেছিলুম ও যেখান থেকে (২২০০ ফুট উঁচু) বহু নিম্নে প্রবহমানা কোইনা নদী দেখা যায়। (অতি মনোরম ও গম্ভীর দৃশ্য)

(১০) রাধাপুরা চাড্ডাডেরা (chaddadera) রোড (অতি মনোরম ও অতি বন্যজন্তু সমাকুল পথ)

(১১) হেন্দেকুলা ফরেস্ট হাট্ (hut) ও হেন্দেকুলা-মুনমুনডেরা রোড।

(১২) থলকোবাদ বাংলো ও পেছনের বনভূমি মোটরের পথ ও তৃণাবৃত জঙ্গলময় ঢালুটি, মি. সিং ও আমি যেখানে বসেছিলুম।

(১৩) জার্টিসিরিং

(১৪) কুমডি-বরাইবুরু অরণ্যপথ ও 'সারান্ডা ভিউ' নামক watch tower.

(১৫) কোদলিবাদ forest hut, যেখানে মি. সিন্‌হা আগে একবার ছিলেন।

(১৬) বাবুডেরা forest hut-এ আসবার পূর্বেকার পার্বত্য পথ।

"Death is but a door which opens into new and more perfect existence. It is a triumphant arch through which man's immortal spirit passes...to depart for a higher, a sublime and a more magnificent country..."

"Wecan let us help one anothr to do right. Always do what you think is best for all. Selfishness will destroy your happiness. Think of others and forget yourself. That is (the) best religion you can have.

"Existence here on earth is hardly to be called life. It is an **embryo state...a** preparation to living...and man is not completely born until he is dead."

Spirit of Nalan interviewed

—(Tell us about) the condition of the spirit world. Was it light always **there**?

-**Yes**.

—Do you take cognizance of what transpires on earth?

-Yes. All men and women are attended by their own spirit friends who see their good and bad acts, try to impress them with good impulses, seeking to elevate them. (they) feel sorry for them when they fail to control them and rejoice when their progress toward that which is good and pure and lovely.

—And you have volition to pass from place to place ?

—Yes, with the rapidity of thought.

1. Vision book

2. Aparajita Part III

3. আরণ্যক

4. দেবযান

5. A book on fiji and the sea. grandeur of sea.

উপরোক্ত পুস্তকগুলি কেহ কাহারও সঙ্গে interfere না করে—সেটা দেখতে হবে।

Vision[৯](-এর) বইয়ে (থাকবে)—একটা লোক অনবরত vision দেখে—সে অন্যজগতের দৃশ্য দেখে—মাঠে, বনে, প্রান্তরে—অন্য জগতের বাঁধন তার কাছে খোলা। সবাই বলে—পাগলা—

লোকটি কোনো কাজের উপযুক্ত নয়—Boyhood's days. ওদের পেটো মহাজনেরবাড়িতে থাকে। অল্প পড়াশুনো করে—Describe school days. (তারা) গদিতে লাগিয়েদেয়। পাট কিনে বেড়ায়—পথেঘাটে vision দেখে—ঠকিয়ে নেয় (ওকে)—গরু চারায়। পাঁউরুটির দোকান করে। খেয়ানৌকার ঘাটে আসে ও (সেখানে) বেঁধে খায়।

সবাই discourage করে। বাবাকে সাহায্য করাই (তার) একমাত্র মূলমন্ত্র। মা (-কেনিয়ে) আসবে বলে বিয়ে করে না—বোনেদের সাহায্য করে যা পারে—

(মাঝে মাঝে) দু-তিন দিন অজ্ঞান থাকে। কোথায় যায়—আর ফেরে না। হয়তো বিলেরধারে কি মাঠের ধারে পাওয়া যায়। লোকে দেখে ধরে নিয়ে আসে। কাউকে বলে না (সে)কিপেয়েছে—খুসিতে সারা গা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

কাকা জোর করে বিয়ে দেয়। বউ আসে—উৎপীড়ন করে। ছেলেমেয়ের অসুখ—বিব্রত।

Unsympathetic world, পাড়াগাঁয়ে থাকে, কেউ তাকে চেনে না। (কেউ) তার কথাশোনে না। gradually the vision is best. ওর মন ব্যাকুল (হয়ে ওঠে)।

খাতায় কবিতা লিখেছিল, একজন (বন্ধু) দেখে বের করে। ওর এক বন্ধু এসে কলিকাতানিয়ে যায়। সকলকে (ওর সম্বন্ধে) বলে—কেউ হাসে—he is pelted. All this when his seership is lost altogether-Recognition comes. He attends meetings puts on a grand act. হঠাৎ অসুখ। যন্ত্রণা। মৃত্যু। মৃত্যুর সময়ে visions. A great spiritual world revealed to him again. হাসিমুখে মরণ।

10.6.34

সাতবেড়েতে কে একজন পদ্য লিখেচে। সে বিড়ি বাঁধে। আমার কাছে পাঠিয়েচে। আমিপড়চি, রাণু এসে বললে—দাদা, পদ্যটা দিন, মা পড়বে।

আমি বল্লুম—পড় তো দেখি—

সে দাঁড়িয়ে পড়লে।

ওঘরে খুকু গান করচে।

আমি পাঁচীদের জানলায় দাঁড়িয়ে শুনচি লুকিয়ে। কারণ সামনে গেলে ওরা গাইবে না।।পাঁচী জানলায় দাঁড়িয়ে আছে। বললে—আসুন মামা, দাঁড়ান—

তারপর বললে—ও গানটা কি মামা? হে নটরাজ—?

তাকে বলে দিলুম।

আমি আর কালো ওদের পান্‌চালার পৈঠাতে লুকিয়ে বসে গান শুনচি।খুকুকে কে বলে দিয়েছে, সে হঠাৎ ঝপাৎ করে দোর খুলেই আমায় দেখে হেসে উঠেচে—আমি একলাফে দৌড়। খুকু বললে—চোরের মতো চুরি করে গান শোনা হচ্চে?

তারপর রাণু এসে পদ্যটা নিয়ে গেল। আমি যখন হাটে যাই, তখন ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েপড়চে।

সন্ধ্যায় খুকু এসে বসল। ও বকুলতলাতেও গেল, যখন আমি সেখানে বসে আছি। কতগল্প হল।

A story.

A man of maturity fell love with a girl of 12. She is not a pretty girl but very vivacious. Top describe the incidents that led to the strange affair. Love is returned.

ঘাটের পথে (খুকু) ডাকলে—শুনুন দাদা—

নাইবার সময় জিজ্ঞেস করতে আসে—আসুন, নাইতে যাবেন না দাদা?

ওর সঙ্গে যাই। দুজনে উঠে আসি (নদী থেকে)। নির্জনে প্রায়ই দেখা।

ওর হাসি কি মধুর!

A plot.[১০]

রাত্রে স্বপ্ন দেখলে সে বিশাল ইরিথ্রিয়ান সমুদ্র পার হয়ে নীল সমুদ্র মধ্যবর্তী গ্রীসেরউপকূলে কোনো দ্বীপে গিয়ে উঠেচে...জলপাই ও বন্যদ্রাক্ষাবনে ছাগপদ বনদেবতাদের সঙ্গেমিশে চিরযৌবনা বনদেবীদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে...রাজনন্দিনী মালবিকাও তার মধ্যেআছে...মালবিকা পালিয়ে এক মার্টলগাছের কুঞ্জে লুকুচ্চে...কেবলই বন্যদ্রাক্ষালতা করচে...হঠাৎএক কিশোরমূর্তি এসে বললে—মালবিকাকে চাও ? বলো, বলো...

ঘোষপাড়ার দোলের মেলা। মামার বাড়ি গেলুম বহুকাল পরে। সব বাড়ি ভেঙেচুরে গিয়েছে। বড়মামার বাড়ি ঢুকতে পারিনে। ৫ হাজার টাকা খরচ করে বড়মামা বাড়ি করেছিলেন। ৭৬ বছরের বুড়ো তার জ্যাঠামশাই হাততালি দিয়ে হেসেছিলেন যখন তার (বড়মামার)ছেলেবেলায় তাঁর শারিকি পৈতৃক পুরোনো বাড়ি ভেঙে গিয়েছিল (Describe it in detail)।দাদ্‌জীর মৃত্যু আমি বাল্যকালে দেখেচি। আব্‌ছায়া মনে পড়ে। তাঁর বৃদ্ধা দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীকেওদেখেচি। তাঁর Lonely Life...তাঁর প্রকাণ্ড দোতলা কোঠা বাড়ি সেকেলে খাবরাটে ইটেরতৈরি—তার মাথায় কুঁচকাঁটার বন হয়ে পড়ে আছে। বড় বড় সেকালের লোহার তালা দেওয়াআছে দরজাতে। কিন্তু তালা ঠিক আছে। কবাটগুলো খুলে শেকলের অবলম্বনে মাত্র ঝুলচে।দোতলার খোলা ও ভাঙা জানালা দিয়ে ঠাকুর দিদিমার (কর্তামায়ের হাতের সাজানোহাঁড়িকলসি তাদের ওপরে সাজানো দেখলুম। ওরা ৪০ বছর ওই রকমই আছে। কারণ কর্তামা ৪০ বছর মরেচেন। দাদ্‌জীর একমাত্র পুত্রের নাম পাঁচুমামা। তাঁকে আবছায়া মনে হয়। খুবসুপুরুষ ছিলেন। তার মৃত্যু ঘটে দাদ্‌জীর মৃত্যুর ৭ বৎসর পরে। তখন আমি ১০/১১ বছরের।সেদিন দিদিমা ডাল রান্না করছিলেন। সবাই ছুটতে ছুটতে গেল। দার্জিলিং থেকে খবর এসেচে—পাঁচুমামা মারা গিয়েচেন। গিয়ে দেখি পাঁচুমামার তরুণী সুন্দরী বধূ উঠানে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনিডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন। উঠানে এক উঠান লোক। তিনি কাঁদছেন না। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কে তাকে উপরে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে নিয়ে আসবে শাখা ভেঙে ও সিঁদুর মুছে? কোনো মেয়ে রাজি হচ্ছে না। সবাই কাঁদছে। এই মাত্র ছবি মনে আছে।

পাঁচুমামার এক শিশুপুত্র তখন ছিল। এখন সে বড় হয়েছে। তার মা তাকে নিয়ে বাপেরবাড়ি চলে গেল। আর কোনোদিন স্বামীর ভিটেতে পা দেয়নি। ছেলেটি শুনেছি বড় হয়ে পশ্চিমেকোথায় চাকুরি করে। সেও আর কোনোদিন আসেনি।

তারপর আমি বড়মামার বাড়ি দেখতে গেলুম। ঢুকতে পারিনে। ঘন কুঁচকাঁটার বন। ৫হাজার টাকা নষ্ট করে বড়মামা সাধের বাড়ি করেছিলেন, একটি গাঁয়ের ছেলেকে চোর বলে জেল খাটিয়ে। তার শাপেই—সে নাকি ছিল নিরপরাধ—আর বড়মামাকে বাড়ি আসতে হয়নি।দাদ্‌জিদের বাড়ির পূজার দালানে বৃহৎ বটগাছ। রাখাল বালকগণ তার তলায় বিশ্রাম করতে পারে ও বাঁশি বাজাতে পারে। বাড়ি সব ধ্বংস হয়েছে। কোথায় আজ বড়মামা ? কোথায় তারছেলেমেয়েরা?

পরেশনাথ (নামে) এক ছেলে আমার সঙ্গী ছিল। সে দেখি আসচে—বুড়ো, হাঁপানীরঅসুখ। আমাকে সে চিনতে পারলে না। বললুম—'পরেশনাথ কেমন আছ? চিনতে পারো?'সেবল্লে—'কোথায় দেখেচি, চেনা মুখ।' কোনো আগ্রহ নেই। Lacklustre eyes, বল্লুম—'আমিঅমুক।'ও বল্লে—ও! উদাসীন ভাবে। এমন কেন হয়েছে পরেশনাথ?

—"আর মলেই বাঁচি।" বলে সে চলে গেল।

পটলমামার স্ত্রী বুড়ি হয়ে গিয়েছে। প্রথম বিবাহ করে আমি আর সে ওই স্থানটিতেএকদিন গান নিয়ে কত হাসাহাসি করেছিলুম—কে, মানে আমার স্ত্রী। জান্‌লার ফাঁক দিয়ে চেয়েদেখলুম। চাবি দেওয়া মামার বাড়ি। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। কোথায় আজ সে? ২০ বছর আগের কথা। ১৫ বছর মারা গিয়েচে।

বিনুদের বাড়ি গিয়ে তেঁতুলের বউয়ের মৃত্যুসংবাদ শুনলুম। মরবার খানিকটা আগেও তেঁতুল এসে দাঁড়িয়েচে, বউমা বলছেন—বোসো না গো এখানে?

তারপরই জিভ কেটে বলছেন—নাঃ, আমি কি যে বলচি—অসুখ হয়ে আমার লজ্জাসরমসবই গেল।...

কারণ মা, শাশুড়ি সেখানে বসে।

শেষ পর্যন্ত বাঁচবার ইচ্ছে (হয়েছিল)। আমার কিছু হয়নি, আমি বাঁচব—উঠে এ-তাকরব এই বুলি।

ভাল কাপড়গুলো ছিঁড়ে বিছানায় পাততে দেখে বলছেন—ওই দ্যাখো, মা ভাল কাপড়গুলো ছিঁড়ে নষ্ট করছে কেন? সেরে উঠে পরব কি? পুজো আসচে? কত্ত টাকা হয়েছে যে কিনে দেবে?

Kathak story,

এক সময়ের masterly figure-surpassed by younger generation. উপেনকথক খুব নাম করেচে। Tragedy of it. Connect this with the rest of the Kathak story. But this is the central theme.

বামাক্ষ্যাপার চরিত্র বড় অদ্ভুত। শ্মশানে শ্মশানেই ঘুরতো—টাকা চিনতো না। একপালকুকুর নিয়ে থাকত। রুদ্রভামর তন্ত্র পড়তো। মীনমুদ্রা সাধন করতো।

How few there are among you who comprehend the grand truth that is wrapped up in your being, or the glorious destiny that awaits you! Bound to earth by selfish passions all your better lies asleep and will. I fear, remain so until death transforms you with its loving touch and open to your soul's enraptured gaze the flowery portal of the spirit world.

Your loved ones are still human, posses the same love the filled their souls when they were with you in the earth. Death has not robbed them of a simple faculty.

ইছামতীর তীরে ভরা সন্ধ্যায় জেলেদের কত মেয়ে, কত বাল্যের সঙ্গী ও সঙ্গিনীকেআমি চিতাশয্যায় শুতে দেখেছিলুম আমার শৈশবে। সেসব দিনের স্মৃতি আজ মনে আসছে।

ছকুমাঝি ছোট্ট নৌকো নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। নৌকোতেই ওর বাড়িঘর।নৌকোতেই রাঁধে। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া। কত ঘাটে, কত মাঠে ঘুরে বেড়ায়। কত বাঁশবনেরঝাড়ের তলায় অপরাহ্ণে নৌকো বাঁধে। কত নির্জন চরে কালো জলের ধারে নৌকো বেঁধে কুঁচডাল ভেঙে রাঁধে।

(Utilise it in ইছামতী)

A tragic tale...an episode. The boy commits suicide, being unsuccessful in the examination. Father dead drunk...cries-talk, sonny...

একদিন এসে গল্প করে। অঙ্ক কষতে কষতে—অঙ্ক কষা হয় না।

হাসে আর বলে, "এই শুনুন; আমাদের ওখানে ইন্দুবাবু আর মটরবাবু, তারা গানবেঁধেছিল—

একদিন ঝড়ের রাতে (বাঙাল কিনা !)

টর্চটা দিয়ে হাতে

সোজা পথ দেখিয়ে দিলেন—

ও কালো বাবু, মনে পড়ে?"

সে কি প্রসন্ন হাসি!

God, none, You create a better world, where love goes untrammled and unbound-that is heaven for me.

আবার ওরা সব যদি আসে—তবেই স্বর্গ। নইলে কিসের স্বর্গ?

(পরবর্তী সময়ে সংযোজন) [১৯৪৫ ভগবান যেখানে আছেন, সেখানেই স্বর্গ। এইবারাকপুরেই।]

সেই অন্ধ ভিক্ষুকটি গান গায় আর বলে—আবার সেদিন আসবে আমার,/রূপের আগুন, ফাগুন দিনের কাল—দখিন হাওয়ায় উড়িয়ে রঙীন পাল।

ভগবানকে ধন্যবাদ সে তরুণ যুগের মানুষ...সে 15th Century বা 14th Century-তে বাংলার বালক হয়ে জন্মায়নি...তাহলে হয়তো ক্ষীণদৃষ্টি, অনুদার মন হোত—কালীকীর্তন লিখতো। পণ্ডিত হলে একাদশী তত্ত্ব আলোচনা করে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই লিখতো বাতিথি একপাদমাত্র থাকলে সেদিন পার্বণশ্রাদ্ধ হবে কিনা, সারা জীবন এই দুরূহ গভীর বিষয়েরতত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে যত্নবান হোত।

সে জন্মেছে বিংশ শতাব্দীর বাংলায়—যার সঙ্গে পূর্ব শতাব্দীর মানুষের না ভাবগত, নাচিন্তাগত কোনো যোগ নেই—একমাত্র বংশগত ছাড়া। এই বিংশ শতাব্দীর তরুণ মানুষেরজীবনের outlook সম্পূর্ণ হবে—এমন এক race জন্মাবে। যারা আইনস্টাইনের Relativity-তে, রাদারফোর্ডের, ওলিভার লজের, জগদীশ বসুর বিজ্ঞানে, রবীন্দ্রনাথেরকবিতার (প্রভাবে) মানুষ হবে। পূর্বযুগের কবিকে তারাই আরো ভাল করে appreciate করবে—কারণ জগতের, জীবনের outlook তাদের বদলেছে। তাদের universe-এর সীমাদশলক্ষ আলোকবৎসর দূরের Globular Cluster থেকে পথিপার্শ্বের প্রাণবান লতা কি সামুদ্রিকউদ্ভিদ, কিংবা আনুবীক্ষণিক foramenifera অবধি বিস্তৃত—তারও বাইরে মৃত্যুপারের দেশকেতারা চিনেচে।

পাড়াতে পাড়াতে অপূর্ব ভাদ্র মাসের অপরাহ্ণের আকাশে চোখে পড়ে—খানিকটাহীরাকষের আকাশের ওপর মেঘের শুভ্রলোক। কতদূরে মন একমুহূর্তে উড়ে যায়!

কানের কাছে তখনো ছেলেটা ঘ্যানঘ্যান করে—হোমলি মানে সাদাসিধে...

একটুখানি আকাশের জন্য একটুখানি খোলা জায়গার জন্য এ কী তীব্র বুভুক্ষা, লোলুপতা, হ্যাংলামি। এ দীনতা ও ক্ষুধা কি চিরদিনই রয়ে গেল! এ কী তীব্র tragedy জীবনের! দুই টুইশানির ফাঁকে, গড়ের মাঠের দিকে বড় গির্জার চূড়ায় আকাশের দিকে তৃষিত নয়নে চেয়েথাকা—একটুখানি অস্ত-দিগন্তের রঙীন আকাশ কতকালের বিস্মৃত, অপূর্ব অপরাহ্ণেরদিনগুলিকে, কত সবুজ বর্ষাশ্যামল বনলতার শ্যামসৌন্দর্যকে, শরৎসন্ধ্যায় পল্লীবনপ্রান্তেরঅপরূপ

কটুতিক্ত সুগন্ধকে মনে নিয়ে আসে। অনন্তের ধ্যানকে যে এখানে পদে পদে প্রতিহতহতে হয়। সময় কৈ? সময় কৈ?

বসে বসে আজ মধ্যাহ্নে বহুকাল আগের, কোন্ বিস্মৃত শৈশবের সেইসব পুরানোমধ্যাহ্নের স্পর্শ যেন মনে আসে...সেই শরতের কটুতিক্ত গন্ধটা...সেই বাঁশবন, মাকালফলেরনবীন, তাজা সাদর স্পর্শ, সেই লেজ-ঝোলা তেড়ো পাখিটার দুলুনি... সেই শৈশবের ভাঙা জানালাটার ধারে বসে বসে কতকাল আগের সে-সব কল্পনা, আনন্দপূর্ণ দিন! বাইশ বছর পরের সে দিনের বিস্মৃত শরৎ রৌদ্রের স্পর্শপ্রাণে আসে...

শৈশবের সে বাড়িটা হয়তো আর নেই...হয়তো যে জানালাটার ধারে বসে ভাবনা চলতো, সে জানলাটাও আর নেই—ঘরটা পড়ে গিয়েছে কতকাল আগে, ইট কাঠ স্তূপাকার হয়ে আছে...

ধ্যানকল্পনা মিথ্যা নয়। যে আসল জীবনটা (প্রাত্যহিকতার) পেছনে লুকানো... দৈনন্দিনজীবনের তুচ্ছ ছোটখাটো ঘটনার পেছনে যে শাশ্বত বৃহত্তর জীবন রয়েছে—যার কক্ষ পৃথিবীরভূতল থেকে বহু বহুদূর শূন্যে গ্রহ থেকে গ্রহের কক্ষান্তরে বিস্তৃত—তাকে পাওয়া যায় নাধ্যানচিন্তা ছাড়া।

জীবনটা শুধু সুখ বা দুঃখ নয়, সাফল্য বা সার্থকতা নয়। অসাফল্য বা দীনতা বা দারিদ্র্যবা শুধু দুঃখভোগ নয়—প্রতিভা বা বিদ্যাও নয়, ধন বা পদগৌরব নয়—জীবনের সে গভীরতম বার্তা, সে মহা আনন্দময় বাণী—সাফল্যে তার অভাব ঢাকা পড়ে না, সংসারের সার্থকতায় নয়, প্রতিভার অবদানে নয়, দীনতার গৌরবে নয়, দারিদ্র্যে নয়, যশে ও খ্যাতিতে নয়—ধনেনয়—মানে নয়।

সে বৃহত্তর জীবনের বাণী আসে অদৃশ্য জীবন থেকে—চন্দ্রসূর্য থেকে, ফুলফল থেকে, বহুদূর নক্ষত্রলোক থেকে। চারিপার্শ্বের জগতের অদৃশ্য প্রাণীদের জেনে নেওয়া থেকে—সেঅসীম জীবনপুলকের তুলনা হয় না। তাকে একমাত্র পাওয়া যায় ধ্যানে, চিন্তায়, কল্পনায়।

কিন্তু তা বলে তারা মিথ্যা নয়—অত্যন্ত বাস্তব, একেবারে খাঁটি। কারণ তা সত্যও বটে, নিত্যও বটে।

এ মনোরাজ্যে, মানুষের এক অদৃশ্য, অমূল্য অধিকার। একে খুব কম লোকেই জানে, খুবকমই এ জগতের সঙ্গে পরিচিত—

সংসারের কলকোলাহলের ঊর্ধ্বে নিত্যকালের মশালচীদের যাতায়াতের পথ। তোমারব্যাকুলতা দেখে তোমার মশাল তাঁরা জ্বেলে দেবেন—নয়তো অনেকের মতো তোমারমশালও না-জ্বালাই থেকে যাবে।

যুগে যুগে যেসব জীব ব্যর্থতায় জীবন শেষ করেছে...যাদের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে গিয়েছেঅনেকদিন হল, কঠোর জীবনসংগ্রামে যারা হত হয়েছে, পিষ্ট হয়ে গেছে—দীন অশ্রুজলে যাদের নাম সৃষ্টির ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে গিয়েচে চিরদিনের জন্যে...তারা কোথায়থাকবে? যে-সব ব্যর্থ, দুঃখী আত্মা কতযুগ আগে ধ্বংস হয়ে গেছে, তারা?

বহুদিন পরে...এখন থেকে বহুজন্ম পরে...দৃষ্টির অতীত, চিন্তার অতীত সে কোন্ এক দূরভবিষ্যতে...সৃষ্টির সে এক সুন্দর দিনে—

সৃষ্টির আদিতে আলোহীন, অন্ধকারহীন, অনন্ত শূন্যে হয়তো স্রষ্টা এক স্বপ্ন দেখেছিলেন—সে স্বপ্ন ওই দিনে সার্থক হয়েছে। যুগযুগের কঠোর বাধা ঠেলে, জড়বিদ্রোহ দমন করে, বিশ্বের প্রাণশক্তির সত্যপ্রতিষ্ঠা হয়েছে...মানুষ দেবতা হয়েছে প্রেমে, কল্পনায়, জ্ঞানে, মহিমায়। গাছপালা সুন্দর হয়েছে...মূক জীবজগৎ প্রাণশক্তির বিবর্তনে নিখুঁত হয়েছে।ভগবানের সফল কল্পনার সে দিনে, বিশৃঙ্খল জড়রাশি থেকে যেদিন তিনি সত্যমূর্তি গড়েতুলেচেন, সেদিনে—

ইথার, ইলেকট্রন, বিদ্যুৎ X-ray, চৌম্বকশক্তি, রেডিয়াম, থোরিয়াম—জানা-অজানা সবতেজ মিলে একসঙ্গে কাজ করে যেদিন জয়ী হয়েছে, সেদিনে—

অনন্ত যুগযুগব্যাপী কত কতদূর সে এক স্বপ্নদিনের অতীত প্রভাত থেকে সেই দিন পর্যন্ত সমস্ত কল্পনা যখন সার্থক হয়েচে—

সে আনন্দের দিনে ওদের নাম জ্বলজ্বলে হয়ে থাকবে...

দীন সে-সব জীবের নাম বিশ্ব থেকে মুছে গেলেও ভগবানের মন হতে যায়নি।

এক স্মৃতিস্তম্ভ হবে ওদের নামে।

কত বর্ষার রাতে যারা অনাহারে কাটিয়েচে...সারাজীবন যারা পরের গোলাম হয়ে নত মাথায় পাদুকার ধূলা শীর্ণ হাতে মুছে নিয়েছে...চিরদিন ভালবেসে যারা প্রতিদানে পেয়েছে অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য, ঔদাসীন্য...শান্ত নদীর শ্যামকূলের চিতায় যাদের জীবনের আশা ফুরিয়েচে...কত শিশু, যাদের কচি হাসি শিশু বয়েসের সাধে আহ্লাদে উজ্জ্বল হয়েছিল...সারাজীবন যারা আনন্দের পেছনে পেছনে ঘুরেছে, কিন্তু আলেয়ার মতো আনন্দ যাদের থেকে দূরে দূরে চলেবেড়িয়েচে চিরদিন..গ্রহে গ্রহে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে, অন্ধকার রাত্রে, ব্যর্থ প্রেমের অশ্রু-তীর্থ যাদেরদীর্ঘশ্বাসে ভরে গিয়েছে...যারা ছিল দুরন্ত, দস্যু, পাপী, অজ্ঞানতারা, যারা সারাজীবন ধরেপরের কৃপা ও পাপের বোঝা বয়ে ফিরেচে...

সে-সব ব্যর্থ, লুপ্ত, অসুখী দীন জীবের জন্য এখানে থাকবে এক স্মৃতিস্তম্ভ...

অনন্তের কোণে তা চিরদিন থেকে যাবে—

(তাতে খোদিত থাকবে)।

"যাদের বুকের রক্তে, ব্যর্থ চোখের জলে আমার এতদিনের কল্পনা আজ সার্থক হল, তাদের অনেকদিন আগে লুপ্ত হয়ে যাওয়া দীর্ঘশ্বাসে আমার সৃষ্টি সুরভি হউক। তাদেরসারাজীবনের দৈন্যে, দুঃখে, শোকে আমার স্বপ্ন আজ পুণ্য হউক। আমার সৃষ্টি মঙ্গলময় হউক, আমার জগৎ পূত, নির্মল সুন্দর হউক।"

"তাদের আত্মার উদ্দেশে এ স্তম্ভ উৎসৃষ্ট হল। তাদের দুঃখের দীর্ঘশ্বাসে, তাদের বুকেররক্তে এ সৃষ্টি সম্ভব হয়েচে..."

দেবকন্যারা অনন্তশূন্য থেকে নেমে এসে মন্দারফুলের মালা ওতে নক্ষত্রজ্যোৎস্নায়পরিয়ে দেবে...বিশ্বের পুণ্যলোকের অনাহত, নীরব সঙ্গীত বসন্তদিনের বীণারবে ছড়িয়ে পড়বেঅনন্ত দিন ধরে—চির, চিরযুগ ধরে...

---

১. 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসে জিতু ও হিরণ্ময়ীর সম্পর্ক।

২. 'আমোদ' এবং 'শিখিধ্বজ' যদু হাজরা ও গল্পের প্রাক্‌চিন্তন।

৩. মুক্তা পাওয়ার ঘটনাটি 'ইছামতী'-তে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪. 'সুলোচনার কাহিনী' নামে পরে লেখা হয়।

৫. 'ইছামতী' সম্বন্ধে প্রথম চিন্তার অঙ্কুর।

৬. 'কবি কুণ্ডু মশায়' নামে প্রকাশিত। ছোটগল্প

৭. 'অন্নপ্রাশন'। ছোটগল্প। বিভূতিভূষণের সদ্যোজাত প্রথমা কন্যার মৃত্যু গল্পের উৎস। 'কল্যাণী' বিভূতিভূষণের পত্নী রমা দেবীর ডাক নাম। বিভূতিভূষণ এই নামেই ডাকতেন।

৮. মূল উপন্যাসে ভবানী বাঁড়ুজ্জের সন্ন্যাসী হবার ঘটনা নেই।

৯. বিভূতিভূষণ সেন্ট ফ্রান্সিস অফ আসিসি-র ভক্ত ছিলেন। সম্ভবত তার জীবনই লেখককেবারবার vision-এর কথা ভাবিয়েছে। ‘দৃষ্টিপ্রদীপ’-এ শুরু।

১০. ‘স্বপ্ন-বাসুদেব’। ছোটগল্প। পটভূমি—তক্ষশীলা। খ্রিস্টপূর্বকাল।

শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৮৯